দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

রাজশাহী বিভাগে নতুন কলেজ খোলার প্রতিযোগিতা

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিভাগে নতুন কলেজ খোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শিক্ষাবোর্ডের কলেজ বিভাগ সূত্রে প্রকাশ, ইতোমধ্যেই বিভিন্ন থানা ও জেলাশহর থেকে প্রায় পৌনে তিন শ' নতুন কলেজ খোলার আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে নতুন কলেজ খোলার নিয়মকানুন জানতে প্রতিদিন খোঁজখবরও নিচ্ছে। সূত্র জানায়, চলতি বছর এসএসসি পাসের হার সর্বাধিক হওয়ায় এইচএসসি পড়তে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা রাজশাহী বোর্ডে প্রায় দেড় লাখ। এর মধ্যে মেধাতালিকা, স্টার মার্ক পাওয়া এবং প্রথম বিভাগের পাসের সংখ্যাই প্রায় ৩২ হাজার। রাজশাহী বিভাগের নামকরা সরকারী ও বেসরকারী কলেজে এত ভর্তির আসন না থাকায় ভর্তি সমস্যা দেখা দেবে। অপরদিকে গ্রামগঞ্জের রাজনৈতিক-সমাজ কর্মীদের উৎসাহে নতুন কলেজ খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

তবে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক কোন্দলে একই স্থানে একাধিক কলেজ খোলার প্রতিযোগিতাও রয়েছে। তবে গ্রাম এলাকায় কমপক্ষে দু'টি কলেজের দূরত্ব ৭/৮ মাইলের মধ্যে হতে হবে নিয়ম চালু থাকায় এ সব কলেজ বোর্ডের অনুমতি পাচ্ছে না। ফলে এলাকাবাসীর পন্ডশ্রম বা হতোদ্দম হতে হচ্ছে। শহর এলাকায় অবশ্য এমন কড়াকড়ি না থাকায় পাশাপাশিও কলেজ চালু এবং সংশ্লিষ্ট বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাচ্ছে।

ছাত্র থাক বা না থাক শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন সরকারী অংশ পাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে স্থানীয় এমপি, মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টদের অনুমোদন পেতে অসুবিধা হচ্ছে না।

অনেকে অভিযোগ করেন, কলেজ প্রতিষ্ঠার নামে ও চাকরির নামে এ সব প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে চাঁদাবাজির খেলা চলে। একেকটি কলেজে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও স্টাফদের মাথাপিছু 'ডোনেশন' ৪৫/৫০ হাজার টাকা এবং অপ্রকাশ্যে লাখ টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নতুন কলেজে কিছু উদ্যোক্তার সাথে কথা বলে জানা যায়, তারা কলেজের জন্য ডোনেশন নেন এবং তা কলেজ মঞ্জুরির জন্য প্রয়োজনীয় খাতে ও কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে লাগান। এ ব্যাপারে চাকরি প্রার্থীদের অনেকেই জানান, এখন চাকরির জন্য 'ডোনেশন' দেয়া অপরাধ নয়।